কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং- ১১৪৪৮(৮৯)

তারিখঃ ২৮/১০/২০১৫

বিষয়ঃ- গত ২১/৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত ''গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে হবে" শিরোনামযুক্ত সংবাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০২৫.১৫-১৩৭ তারিখঃ ১৩/১০/২০১৫খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২১.০৯.২০১৫খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত ''গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে হবে" শিরোনামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বৃত করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কতগুলো দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন যা খুবই গুরুত্বপুর্ণ এবং অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য। প্রকাশিত সংবাদটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আরোপিত দিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

২৮/১০/২০১৫
(ড. মোঃ আবুল হোসেন)
অতিরিক্ত উপ-পরিচালক
মহাপরিচালকের দপ্তর
ফোনঃ ০১৭৫৫৭০২৭৩৭

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
.....অঞ্চল, ...(সকল)।

২। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
..... (সকল)।
আপনার নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা কৃষি অফিসসহ
সকল উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে বিতরণের
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি(জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) ঃ

১. পরিচালক, ... উইং(সকল), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। **ডিএই'র ওয়েব সাইটে পত্রটি (সংযুক্তিসহ) প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত উপ-পরিচালক(কন্ট্রোল রুম), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। পত্রটি (সংযুক্তিসহ) সকল অঞ্চল ও উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে ফ্যাক্স/ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

মহাপরিচালকের দপ্তর	
পরিচালক।	অতীব জরুরী।
সরেজমিন/হর্টিকালচার/প্রশিক্ষণ/	অবিলম্বে/জরুরী ব্যবস্থা নিন।
পিপি/ক্রপস/প্রশাসন ও অর্থ/	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
পরি., প্রকল্প বাস্ত. ও আইসিটি/	নিরীক্ষণ ও আলাপ করুন।
উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং।	
পিডি/পিসিডি/এনপিডি।	
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	
প্রটোকল অফিসার/ পি.এ.	
ডাইরী নং	
তারিখ।	মহাপরিচালক, ডিএই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখা

নং-১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০২৫.১৫-১৩৭ তারিখঃ ১৩/১০/২০১৫খ্রিঃ

বিষয় ঃ গত ২১/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় "গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে হবে" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবেদন প্রেরণ।

বর্ণিত বিষয়ে গত ২১/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত "গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে হবে" শীর্ষক সংবাদের পেপার কাটিং এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক।

(মো: রেজাউল করিম খান)
সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪৯৬০৭
ই-মেইল: monitoring.reporting@yahoo.com

বিতরণ ঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৩. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), সেচ ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ,ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১২. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা), জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

অনুলিপি (সদয় অবগতি জন্য) ঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা

সংবাদপত্রের নাম ঃ
প্রকাশনার স্থান ঃ
তারিখ ঃ

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে আরও সক্রিয় ও আন্তরিক হওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও সচিবদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। 'আপনাদের বাজেটের বরাদ্দের কার্যকর ফলাফল দেখাতে হবে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের রাজনীতির কোন তাৎপর্য নেই, সে কারণে গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম দৃশ্যমান হতে হবে। খবর বাসস'র। রবিবার প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে চলতি বছরের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি' স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে (৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি' সই

গ্রামীণ এলাকায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শপথ গ্রহণে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, চলতি মেয়াদে আমাদের হাতে মাত্র তিন বছর সময় আছে। আমরা দেশকে এমন অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই যেখানে জনগণের ভাগ্য নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।

কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তিতে (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সঙ্গে মন্ত্রীর অঙ্গীকারের দলিল হচ্ছে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি' (এপিএ) এবং মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিবগণ প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে প্রক্রিয়াভিত্তিক থেকে ফলাফলভিত্তিক করে তুলবেন। সরকারের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে প্রণীত পরিকল্পনায় পরপর দ্বিতীয় বছর এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের সূচক হচ্ছে বার্ষিক সম্পাদন চুক্তি। এটি মন্ত্রণালয়ের প্রকৃত কার্যক্রমের গুণগত ও মাত্রাগত মূল্যায়ন এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা নিরূপণে সহায়ক। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়) নজরুল ইসলাম এপিএ'র সুবিধা ও অসুবিধার দিক তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাফল্য এবং জাতীয় উন্নয়ন আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে কোন মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হলে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এ কারণে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জরুরী। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও আমাদের আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই আমাদের রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের উন্নয়নের গতি জোরদার এবং আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত নীতি অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো। কিন্তু দেশী-বিদেশী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়। বিগত বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন যে, তারা এ বছরেও অনুরূপ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন।

তিনি বলেন, একটি স্বাধীন জাতি অন্যের কাছে ভিক্ষা, সহায়তা ছাড়াই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। বাস্তবমুখী ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কারণেই বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশ অমর্যাদাকর অবস্থানে ছিল। কিন্তু এখন খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ অধিকাংশ উন্নয়নসূচকে আমাদের সক্ষমতায় বাংলাদেশ সম্মানের আসনে আসীন হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর সরকার মানুষের সেবা করতে চায়। কারণ তাদের সেবক তাদের প্রভু নয়। চলতি অর্থবছরের প্রকল্পগুলোর দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এপিএ স্বাক্ষরের পর মন্ত্রীদের বসে থাকলে চলবে না। আপনাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে এখন কাজ শুরু করতে হবে।